W.B. HUMAN RIGHTS COMMISSION KOLKATA-27

File No. / WBHRC/COM/2016-17

Date: 10. 01. 2017

Enclosed is the news clipping of ' Ekdin, a Bengali daily dated 10th January, 2017, the news item is captioned '

দমদমের হোটেলে এক মহিলার রহস্যজনক মৃত্যু'

The Commissioner of Police, Bidhannagar Commissionerate is directed to furnish a report by 17.02.2017 enclosing thereto:-

(a) Post moretem report

(b) Full address and particulars of deceased Durga Bhattacharya;

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

Encl: News Item Dt. 10. 01. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC.

SDB

SA upload at once. Inform NHRC by email about cognizance taken 10/1/17

AS Note in Diary - Send by Fax / Post. 10/1/17

নগরদর্পণ

দমদমের হোটেলে এক মহিলার রহস্যজনক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম: দমদম এয়ারপোর্ট ২ নম্বর গেট সংলগ্ন একটি হোটেল থেকে উদ্ধার হল এক মহিলার মৃতদেহ। সোমবার সকালে ওই হোটেলের একটি ঘর থেকে মধ্যবয়সী ওই মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করল দমদম থানার পুলিশ। মৃতার নাম দুর্গা ভট্টাচার্য (৩৫)। তাঁর বাড়ি হুগলি জেলার ব্যান্ডেল অঞ্চলে। দুর্গাদেবীর সঙ্গে হোটেলে একই ঘরে রাত্রিবাস করেছিল আরও দু'জন। তারা পলাতক। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ওই মহিলাকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে হোটেলের এক কর্মী দুর্গাদেবীর নিথর দেহ দেখতে পায় ঘরের জানালা দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সে হোটেলের মালিককে বিষয়টি জানায়। হোটেল মালিক খবর দেন দমদম থানার পুলিশকে। তড়িঘড়ি ছুটে আসে পুলিশ। তারা মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গাদেবী তাঁর দুই 'পরিচিত' ব্যক্তির সঙ্গে রবিবার বিকেলে ওই হোটেলে এসে ওঠেন। জানা গিয়েছে,এদিন পুলিশ সকালে যখন দুর্গাদেবীর দেহটি উদ্ধার করে, তখন তাঁর বেশবাস মোটেই স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না। যা থেকে তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকদের প্রাথমিক ধারণা, মৃত্যুর আগে দুর্গাদেবীকে হয়তো শারীরিক ভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল। তাঁর গলায় আঘাতের চিহ্ন ছিল বলেও জানা গিয়েছে। গলা টিপেই তাঁকে হত্যা করা হয়েছে বলে পুলিশের প্রাথমিক সন্দেহ। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে না-এলে এ ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু বলা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। যে দুই পুরুষের সঙ্গে ওই হোটেল এসেছিলেন দুর্গাদেবী, তাদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। হোটেলের লগ বুক ও কর্মীদের বয়ান থেকে তাদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এসেছে পুলিশের হাতে। তবে তদন্তের স্বার্থে তা নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ পুলিশ। অন্য দিকে, এই ঘটনার পর আপাতত হোটেলটি সিল করে দেওয়া হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে।

প্রসঙ্গত, বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে একের পর এক হোটেল। এই হোটেলগুলোর বিরুদ্ধে নিয়ম না-মেনে ব্যবসা করার অভিযোগ উঠেছে বারবার। অনেক সময় পরিচয়পত্র ছাড়াই অল্পবয়সি নারী-পুরুষকে ঘর ভাড়া দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে এই অঞ্চলে। এমনকী, ঘর ভাড়া নিয়ে দেহব্যবসা চালানোর অভিযোগও বহুবার উঠেছে। এদিনের ঘটনা ফের ওই হোটেলগুলোর দায়বদ্ধতা ও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল। হোটেলের কামরায় এক মহিলার মৃত্যু এবং তাঁর সঙ্গী দুই পুরুষের অবলীলায় পালিয়ে যাওয়ার পিছনে পুলিশ সমস্ত সম্ভাবনাই খতিয়ে দেখছে। এতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, অথচ হোটেল মালিক বা কর্মীরা কেউ টের পেলেন না, এই বিষয়টিও ধন্দে ফেলেছে পুলিশকে।